Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.71-79
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাঁকুড়ার হস্তশিল্পে শুশুনিয়ার প্রস্তর শিল্প

মলয় খাঁ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশিমবঙ্গ, ভারত

পার্থিব সিংহ
গবেষক, ইংরেজি বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া, পশিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

In the realm of art and craftsmanship, Shushunia stone art and Bankura handicrafts stand as vibrant expressions of cultural heritage and artistic prowess. The amalgamation of history, tradition, and skilled craftsmanship has given birth to a rich tapestry of creative endeavors that deserve thorough exploration. This essay aims to shed light on the captivating world of Shushunia stone art and Bankura handicrafts, with a focus on uncovering previously undisclosed facts that contribute to a deeper understanding of these artistic traditions. Shushunia, a region renowned for its unique stone artistry, has become a haven for artisans who breathe life into stones, transforming them into exquisite pieces of art. The tradition of Shushunia stone art dates back centuries, with each sculpture narrating a story of cultural evolution. The stones, carefully selected for their texture and colour, serve as the canvas upon which artists craft intricate designs and motifs. The artistic process involves a meticulous combination of traditional techniques passed down through generations and contemporary innovations. Artisans employ a variety of tools to carve, shape, and refine the stones, creating masterpieces that range from delicate figurines to imposing sculptures. This essay delves into the specific techniques employed by Shushunia artisans, unraveling the secrets behind their ability to breathe life into seemingly inert materials. Bankura, a cultural hub in West Bengal, India, has long been celebrated for its distinctive handicrafts that reflect the region's rich cultural heritage. From terracotta to Dokra metal casting, Bankura handicrafts embody a harmonious blend of tradition and innovation. The artisans of Bankura draw inspiration from mythology, nature, and everyday life to craft pieces that resonate with cultural significance. The research paper conducted at Bankura University serves as a comprehensive exploration of Bankura handicrafts, delving into the historical evolution of different crafts and the socio-economic impact on local communities. Additionally, this essay aims to unveil the intricate techniques employed in Dokra metal casting, terracotta pottery, and other traditional crafts that define the Bankura handicraft landscape. Through extensive research and firsthand accounts, this study report brings to light previously undisclosed facts surrounding Shushunia stone art and Bankura

handicrafts. It explores the socio-economic dynamics, the role of artisans in preserving cultural traditions, and the challenges faced by these communities in a rapidly changing world.

Keywords: Shushunia Stone Art, Bankura Handicrafts, Artistic Traditions, Cultural Heritage, Socio-economic Dynamics.

ভূমিকা: বাঁকুড়ার হস্তশিল্পে শুশুনিয়ার প্রস্তর শিল্পের এই ছোট্ট গবেষণামূলক প্রবন্ধটি লিখিতে পূর্ব থেকেই অধিক আগ্রহী ছিলাম। বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি গবেষণামূলক পেপারটি পূরণ করা হেতু এই সুযোগটি আমার পুনরায় হস্তগত হয়। যথাত হবে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি অধিক আগ্রহের সহিত এবং চথাসাধ্য সমস্ত এবং সকল তথ্য যা হয়তো অজানা থাকতে পারে। শুশুনিয়ার প্রস্থ শিল্পের সকল তথ্য এখানে সংশ্লিষ্ট করিয়াছি। যা আমাদের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

1450 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বাঁকুড়ার সুসুনিয়া পাহাড় সারা বছরই পর্যটকদের আকর্ষণ করে। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে এই স্থানটি মৌর্য ও গুপ্ত যুগের সবচেয়ে প্রাচীন স্টোন খোদাইয়ের আবাসস্থল। শুশুনিয়া একটি বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান যা এখানে তৈরি এবং হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত পাথরের জিনিসপত্রের প্রমাণ বহন করে। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে এই অঞ্চলে বাংলার প্রাচীনতম পাথর খোদাই করা হয়েছিল।

শুশুনিয়া প্রস্তর শিল্পের সমৃদ্ধি এবং বিখ্যাত রূপ আমি ছোটবেলা থেকেই লক্ষ্য করে এসেছি এবং তাকে জানার চেষ্টাও করেছি কিন্তু এই সুযোগের মাধ্যমে আমি এই শুশুনিয়ার প্রস্তরশিল্পের প্রতি সুক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে জানার চেষ্টা করেছি যা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীর অবস্থা বর্তমানে উন্নতির পথ ও অনেক স্থানে অবনীতির পথে দেখা যায়। এই বিষয় আমি অবগত ছিলাম না কিন্তু এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমি এই শিল্পের করুন অবস্থা এবং উন্নতির পথপ্রদর্শক হিসেবে সকল তথ্যকে উল্লেখ করিয়াছি । বাঁকুড়ার শিল্প পূর্ব হইতেই ভারত বিখ্যাত ছিল যা পশ্চিমবাংলাকে সমৃদ্ধ করতে ও সুন্দর করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ডক্টর সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও ডঃ বিনয় বর্মনের সাহায্য নিয়ে আমার এই সূক্ষ্ম আমার জ্ঞান কে সমৃদ্ধ করতে ও প্রবন্ধকে যথার্থ পূর্ণতা দান করতে পেরেছি। তাহাহেতু তাহাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।

শুশুনিয়ার প্রস্তর শিল্প

অধ্যায়ন এলাকার পরিচয়: আজ থেকে 10 হাজার বছর আগে আমরা নব প্রস্তর যুগের নিদর্শন ভারতবর্ষের লক্ষ্য করে থাকি তারপর আসে তাম্র যুগ লৌহ যুগ কিন্তু পাথরের ব্যবহার আজও অচল হয়নি। এখনো পাথর থেকে তৈরি সুদর্শন মূর্তি, থালা, বাটি,সিলনোড়া, গ্লাস প্রকৃতি তৈরি করা হয়। পাথর শিল্পের ইতিহাসে শুশুনিয়া গ্রামের নাম আজও অক্ষত। '৪৪২ মিটার' (১৪৫০ ফুট) পাহাড়ের বিশালতা নিয়ে গড়ে উঠেছে শুশুনিয়া পাহাড় যার সৌন্দর্য অপরূপ এবং মনোহর। যার অবস্থান ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে। বাঁকুড়া জেলার উত্তর পশ্চিম অংশজুড়েই শুশুনিয়া। গর্ভে ধারণ করে আছে পাথর শিল্পের সৌন্দর্যকেও। বর্তমানে 'Rock Climbing Centre' হিসেবে শুশুনিয়া বিশেষভাবে পরিচিত। ছাতনার ১০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এর অবস্থিত। পাহাড়টি তার দুর্দান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের জন্য একটি জনপ্রিয় জায়গা। এখানে · সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রহস্যময় জীবাশ্মের মাধ্যমে সেই প্রাচীন কাহিনী শুনুন, পাথরের যুগের গর্বিত

সরঞ্জামগুলি চোখ তুলে দেখে আপনাকে, দেখুন পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম শিলালিপি এবং প্রকৃতির অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য। নদী, গন্ধেশ্বরী সর্বদা পাহাড়ের নীচে বয়ে চলেছে। "পলাশ" আগুনের কমলা রঙের সাথে জায়গাটিতে আধিপত্য বিস্তার করে। অনেক ডানাওয়ালা অতিথি যেমন এশিয়ান প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচার, ইন্ডিয়ান পিট্টা এবং আরও অনেককে এই জায়গায় দেখা যায়। বাঁকুড়া শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে এই ছাতনা। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরনো পাথর খোদাই, এই শুশুনিয়ায় আছে বলে মনে করা হয়। একে 'নরসিংহপাথর' ও বলা হয়। অনেকেই মনে করেন, সম্রাট নরসিংহ নিজ হাতে এই পাথর খোদাই করেছিলেন। রাজা চন্দ্রবর্মন এখানে একটি ফোর্ট নির্মাণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। চতুর্থ শতকের কিছু খোদাই এখানে পাওয়া যায়। যার নাম 'Pushkarana' / 'Last green hill' হিসেবে পরিচিত পাহাড়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানাকাজে ব্যবহৃত গাছপালার জন্যও বিশেষভাবে বিখ্যাত।

প্রস্তর শিল্পের শুরুর ইতিহাস: শুশুনিয়ায় কিভাবে পাথর শিল্পের সূত্রপাত হল তার সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা যাক। শুশুনিয়া গ্রামে কর্মরত কর্মকার সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা অধিক এরা কাঁসার বাসন শিল্পের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন পরবর্তী কালে কাসার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কাজ লাটে উঠে। কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হন। সন্ধান করতে থাকেন বিকল্প। এমনি একজন ব্যক্তি ছিলেন সহদেব কর্মকার তার আর্থিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ ছিল সংসার চলে না তিনিও বিকল্প কাজে সন্ধান করতে থাকেন।পাথরের নারায়ণের মূর্তি গড়ায় চেষ্টা করেন। সাফল্য পেয়ে তিনি আরো অন্যান্য মূর্তি গড়তে শুরু করলেন। বিক্রি করার চেষ্টা করলেন তাতেও বেশ সাড়া পেয়েছিলেন। তিনি নিজে কর্মকার তাই পাথরের কাজ করতে হলে কেমন যন্ত্রপাতি দরকার হয় তা সুবিধামাত্র বুঝে নিয়ে কিছু যন্ত্রপাতির তৈরিও করলেন। তারপর এক সুযোগ এলো তিনি এক প্রদর্শনীতে পাথরের মূর্তি পাঠালেন এবং পুরস্কার পেয়ে আরও উৎসাহ পেলেন। এরপর থেকে গ্রামের অন্যান্য লোকেরাও এগিয়ে এলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা জেলা শিল্প দপ্তরের গোচরে আসে শিল্প দপ্তরের এই শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করল তাদের চোখে তখনকার শিল্পের ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে। কারিগরি সহযোগিতায় শিল্পের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য জেলা শিল্প দপ্তর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। তামিলনাড়ুর পাথর বিশেষজ্ঞ ***ডরাই রাজনকে শুশুনিয়া তে নিয়ে এসে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ডোরাই রাজন শুশুনিয়ায় এক বছর থেকে প্রশিক্ষণ দেন। শিল্প দপ্তর ডরাই রাজনের সব কিছু খরচ বহন করে শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে অবস্থিত বাংলাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বছরে চারটি দলকে ট্রেনিং দেওয়া হয় ১০ জন শিক্ষার্থী ৭৫ টাকা করে প্রতি মাসে প্রশিক্ষণ ভাতা দেওয়া হতো গোপাল কর্মকার, গোবর্ধন রায়, নয়ন দত্ত, মহাদেব বেশরা প্রভৃতি প্রথম দলের শিক্ষার্থী। মোট ৪০ জন শিল্পী প্রশিক্ষণ নেন। বর্তমানে প্রায় ৮৬ টি পরিবারের ছেলে মেয়ে সব সদস্যই পাথর শিল্পের কাজ করেন। বাড়ির বো এদের মধ্যে বিনাপানি সিংহা বাবু, মনি কর্মকার, ও বেলা কর্মকার এই চারজন মহিলা শিল্পীর নাম তাদের শিল্প নৈপুণ্য এবং দক্ষতার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। পুরুষ শিল্পীদের মধ্যে সহদেব কর্মকার, সনাতন কর্মকার, নয়ন দত্ত, মানিক কর্মকার, গোপাল কর্মকার, বিশ্বনাথ কর্মকার, বিশ্বনাথ সিংহ প্রভৃতি শিল্পীদের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

শুশুনিয়ার পাহাড়ের উপরে খাদে সাদা দানাদার বেলে পাথর প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এই পাথরকে কোয়াটজাইট পাথর বলা হয়। খাত থেকে তোলার সময় এই পাথর খুব নরম থাকে তারপর ক্রমশ শক্ত হতে থাকে।১৮৫৯ সালে শুশুনিয়া পাহাড়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাথর সংগ্রহের প্রথম কাজ শুরু করেন কলকাতার ডোনাল্ড ও ক্যাপেবল। পরবর্তীকালে বর্ধমান স্টোন কোম্পানিও এখানে পাথর সংগ্রহের কাজ শুরু করেন

এদের পাথর সংগ্রহের কাজ দেখে স্থানীয় কিছু কিছু মানুষ সেই পাথর দিয়ে চাকি সিল নোড়া প্রদীপ থালা বাটি গ্লাস প্রভৃতি তৈরি করতে শুরু করেছে তারা কেউ বাউরী কেউ মাল কেউ রাজপুত কেউ কর্মকার। এই শিল্পের কাঁচামাল হচ্ছে বিভিন্ন মানের পাথর সেই সব পাথর শুশুনিয়া পাহাড়ের উপরে ভাগে বা খাদে প্রচুর পরিমাণে আছে। সেই খাত থেকে পাথর তুলে নিয়ে লোকালয়ে ঝুড়িতে মাথায় করে আনতে হয়। শিল্পী নিজে এই পাথর মাথায় করে আনতে পারে। খাত থেকে পাথর তোলার জন্য শাবল গাইতি দ্বীনি প্রভৃতি দরকার। পাথরের খাদ থেকে পাথর আনিতে খরচা হয় কুড়ি থেকে ত্রিশ টাকা আবার পিস হিসেবেও পাথর বিক্রিও হয়। '৬" * ৬" পাথরের দাম ৩ টাকা ১* ১' ফুট পাথরের দাম ১০ টাকা।

পাথরের মাপ অনুসারে এক একটি পাথরের দাম ১০০ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে চার ফুট থেকে ৫ ফুট পাথরের দাম ৭০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য কাঁচামালের প্রয়োজন পড়ে, যেমন রং বার্নিশ প্রভৃতি। বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রংয়ের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে চোখ মুখ নাক কান প্রভৃতি রঙের তুলি দিয়ে আকর্ষণীয় করা হচ্ছে অবশ্য তুলির আদলে শিল্প সংযোজ্য বৃদ্ধি পায় ঠিকই কিন্তু কেউ কেউ আবার রং দেওয়া পছন্দ করেন না তারা পাথরের অরিজিনালটি বজায় রাখার পক্ষপাত। গোয়ালডাঙ্গা এবং শুশুনিয়া পাহাড়ঘাটা এই দুটি মৌজা এখানে বেশিরভাগ মানুষই কর্মকার। পাথরশিল্পী কর্মকার ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও নিযুক্ত আছে। কর্মকার ৪০ পরিবার, রাজপুত ৪০ পরিবার বাউরি ৩ টা ব্রাহ্মন ১ টি বৈষ্ণব ১ টি তাম্বুলি ১ টি পরিবার। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫৮ জন ব্যক্তি পাথর শিল্পেরসাথে নিযুক্ত আছেন উল্লেখ্য তাঁত শিল্পের মতো এই শিল্প শিশু কিশোর যুবক-যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরেই সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।

প্রস্তর শিল্প নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি: পাথর কেটে মূর্তি নির্মাণের সময় যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল বালি ফাইল, ছেনি, ভবার পাথর, শিরিস কাগজ ইত্যাদি। কাজের সাইজ অনুযায়ী যন্ত্রের সাইজ ছোট-বড় হয়। স্থানীয় কর্মকাররা এই সকল যন্ত্রপাতি তৈরি করেন। কিলো প্রতি প্রায় চারশ টাকা মূল্যের উন্নতমানের লোহায় (টেম্পাড স্টীল) এগুলি তৈরি হয়। নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হলে ছেনির সাহায্যেই পালিশ তোলা হয়। অবশ্য মূর্তি বড় হলে তখন শিরিস কাগজের দরকার পড়ে। সাধারণত বেশির ভাগ ক্রেতাই খোলাই-এর ওপর পালিশ পছন্দ করেন তারা ম্যাট কাজটিই চান। কেউ পালিশ চাইলে করে দেওয়া হয়। মূর্তি রাঙিয়ে দেওয়াও হয়। রঙও সবাই পছন্দ করেন না, অর্ডার অনুযায়ী করা হয়। সাধারণত যাঁরা মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য মূর্তি করান, তারাই রঙ চান। পাথরের ওপর এশিয়ান পেন্টস, শালিমার ইত্যাদি রঙ বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফাইল দিয়ে পালিশ করার পরেও রঙ ধরে। উল্লেখ্য, শুশুনিয়ার পাঘরের কাজে রঙ দিলে ভালোই হয় কারণ এই পাথরের নিজস্ব মচমচে (রাফ) একটি ভাব আছে, রঙ চাপালে সেটি আর বোঝা যায় না। এই পাথর শিল্পীর জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় তা হল বড় ছোট ও মাঝারি মাপের শাবল ঘোর ও ছিনি আর প্রয়োজন হয় বাটালি উগা, ড্রিল সিরিজ কাগজ পেইন্টিং থালা হাতুড়ি প্রভৃতি।

প্রস্তর নির্মিত বিষয় বস্তু: বর্তমানে শুশুনিয়ায় কি কি জিনিস তৈরি করা হয় তার হিসেব নিম্নে দেওয়া হলো-- থালা বাটি জামবাটি কুড়িয়া খরা পাথরের থালা প্রভৃতি তৈরি হয়। পুজার জন্য লাগে পাথরের ঘট পাথরের প্রদীপ পাথরের ধূপদানি চন্দন পাঠা নানা দেব দেবীর মূর্তি লক্ষ্মী, সরস্বতী দুর্গা কালী ছিন্নমস্তা চন্ডী মনসা শিবলিঙ্গ কার্তিক গণেশ কৃষ্ণ রাধিকা গৌর নিতাই নটরাজ মহাবীর গৌতম বুদ্ধ রামকৃষ্ণ মা সারদা বিবেকানন্দ আরো কত কি। এমন কিছু শিল্পী আছেন যারা মানুষের ছবি দেখে হুবহু পাথরের মূর্তি গড়তে

পারেন। হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর মূর্তি। বর্তমানে অনেক প্রখ্যাত ইউরোপিয়ান শিল্পীদের ভাস্কর্য, টেরাকোটার বিষয়বস্তু, জীবদেহ, প্রতিমূর্তি ও মানুষের দেহাকৃতি এই শিল্পে অনন্য মাত্রা পায়। বিশেষ করে দূর্গা, শিব, কালী মূর্তি কখনও বড় আকারে আবার কখনও অত্যন্ত ছোট পরিসরে নিঁখুতভাবে তৈরি করা হয়। ২-৬ ইঞ্চির পাথরে অতিক্ষুদ্র সূক্ষ্মকাজের মাধ্যমে দূর্গা প্যানেল তৈরি করা হয়। যা অবাক করার মতোই ব্যাপার।

লকেট, কানের দুল এবং আংটি হিসেবে এই পাথরে অনেক সূক্ষ্মাকৃতি কাজ ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। অতি ক্ষুদ্রাকৃতির এই সূক্ষ্ম কাজ মুগ্ধ করতে বাধ্য বিদেশী পোশাক নিপুন দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একই সঙ্গে দেহের গড়ন, চোখ, ঠোঁটের সূক্ষ্মতা এবং চেহারায় নমনীয়তা প্রকাশের কাজগুলো যে কাউকে তাক লাগিয়ে দেবেই।বাদ্যযন্ত্র, বিদেশী সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে এই পাথর শিল্পের মাধ্যমেই। পাশাপাশি ভারতীয় হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর সৌন্দর্যও পাথর শিল্পেই উঠে এসেছে। এগুলো মূলত গলার লকেট এবং কানের দুল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তৈরি। শুশুনিয়ার পাথর খোদাই শিল্পের অন্যতম আকর্ষণ হলো এই অতি ক্ষুদ্রাকৃতির দেব-দেবীর মুখোশ।ঘর সাজাবার জন্য ময়ূর বাইসন সার হাতি ঘোড়া তাজমহল প্রকৃতি নানা ধরনের জিনিস তৈরি করা হয় দুর্গা কালী প্রভৃতি মূর্তির অর্ডার অনুসারে ৩ ফুট ৪ ফুট ৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু করা যায়। তবে এই ধরনের মূর্তি তৈরীর অসুবিধা হচ্ছে শুশুনিয়া পাহাড় এলাকায় সূক্ষ্ম কাজের জন্য উপযুক্ত উন্নত মানের পাথরের অভাব। ভালো কাজের জন্য বাইরে থেকে উন্নত মানের পাথর আনতে হয়।

বাজার ব্যবস্থা: শুশুনিয়া পস্তর শিল্পের বাজার বলতে গেলে প্রধান বাজার স্থানীয় পাহাড়ের নিচে। যেহেতু শুশুনিয়া পাহাড় একটি পর্যটন কেন্দ্র সেহুতু পাহাড়ের নিচের প্রস্তর শিল্পীরা বাজার করে তুলেছেন । সেখানে টিন পাতের চালা অথবা প্লাস্টিক মোড়া ছোট ছোট দোকান ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা পন্তর নির্মিত মূর্তি বিক্রি করেন এছাড়াও পাকা দালান বাড়ি বা ছোট ছোট স্টল আছে।শীতকালীন প্রকৃতিভক্ত বা প্রেমিকরা পাহাড় দেখায় ভিড় করেন আর সেই সময় শিল্পীদের বাজার অধিকতর হয় এছাড়াও বৈশাখ মাসে ভোলেনাথের ভক্ত বা ভগবান শিবের মাথায় জল ঢালার উদ্দেশ্যে শুশুনিয়া বাঘের মুখে জল নেওয়ার জন্য বহু মানুষ ভিড় করেন তখন তাদের বিক্রি একটু ভালো হয়। এছাড়াও শুশুনিয়ায় গাজন মেলাতে প্রস্তর বিক্রির অধিকতর হয়। নয়ন দত্ত বলেছেন এখন জাতীয় স্তরে তাদের বাজার গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে বিভিন্ন মেলায় গিয়ে পস্তর নির্মিত বস্তুর বিক্রি করেন। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় এমন কোন শহর নেই যেখানে পস্তর নির্মিত শিল্পের দোকানপাট নেই তাই বলা চলে স্থানীয় শিল্পীদের অবস্থা উন্নতি না হলেও এই শিল্পের বাণিজ্য ব্যবস্থা মোটামুটি ভাবে উন্নতির পথে।

বর্তমান অবস্থা: এই শিল্পের জন্য খুব বেশি মুলধনের প্রয়োজন হয় না। মূলত ছয় থেকে সাত হাজার টাকা যথেষ্ট এই টাকায় কাঁচামাল কিনে রাখা সম্ভব হবে এছাড়াও শীতকালীন তাদের শিল্পবস্তুর বিক্রি কিছুটা বাড়ে বাড়ে। আইআরডিপি থেকে ৮-১০ জন শিল্পী প্রত্যেকে দুই হাজার টাকা করে পেয়েছে তাতে তারা উপকৃত হচ্ছে। 'শুশুনিয়ার পাথর শিল্পী অরবিন্দ কর্মকার, মোহনচন্দ্র দাস বলেন, "পাথরের জোগান এখানে কম। মানও ভাল নয়। রাজ্য সরকার যদি কম দামে তাদের পাথর দেওয়ার কিছু ব্যবস্থা করে, তাহলে ভাল হয়।" আর এক পাথর শিল্পী তারকনাথ রায় জানান, পসরা নিয়ে বসার জায়গারও সমস্যা রয়েছে এখানে। সম্প্রতি তা গড়ে দেওয়া হবে বলে তিনি শুনেছেন। "পাথর শিল্পীদের জন্য শুশুনিয়াতেই" 'কমন ফেসিলিটি

অ্যান্ড প্রোডাকশন সেন্টার' গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।ওই সেন্টার তৈরির জন্য টাকা বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। জায়গাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

Figure 1 A pair of stone carved elephants

Figure 1Local stalls near Susunia hills selling the craft

Figure 2 Intricate stone chiseled figurines

শুশুনিয়ার প্রায় ২০০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে এই পাথর শিল্পের সঙ্গে জড়িত। জেলা শহর বাঁকুড়াতেও 'গ্রামীণকরে' দেওয়াহচ্ছে। রাজ্যে সরকারের উদ্যোগে শিল্পীরা হাতে পেয়েছেন 'আর্টিজেন কার্ড' বা হস্তশিল্পীর পরিচিতিপত্র। সেই কার্ড দেখিয়ে প্রায়ই দিল্লি, কলকাতার পাশাপাশি আশপাশের জেলার মেলাগুলিতে শিল্পের পসরা নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। কার্ডের দৌলতে কিছু ক্ষেত্রে সুবিধাও পাচ্ছেন। শুশুনিয়ার শিল্পীদের হতশ্রী অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, তাঁরা সেই আঁধারেই রয়েছেন। উন্নয়নের ছিটে ফোটাও সেখানে পৌঁছায়নি। শুশুনিয়ার পাথর শিল্পীদের এই সমস্যাগুলি রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দফতরের কর্মাধ্যক্ষ সুখেন বিদ।

ফলাফল এবং বিশ্লেষণ: সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং মাঠ পরিদর্শন থেকে এটি প্রাথমিকভাবে বলা যেতে পারে যে এই গ্রামের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং এই ক্রাফ্ট হাবটিতে একটি সহযোগিতামূলক পাশাপাশি সমন্বয়ের মনোভাব পাওয়া যায়। এই গ্রামটি সমস্ত অবকাঠামোগত গঠন দ্বারা এতটা উন্নত নয় যদিও তারা তাদের উৎপাদনশীল কাজটি খুব টেকসই পদ্ধতিতে চালায়। এই অঞ্চলটি কর্মকার পাড়ার জন্য বিখ্যাত, যেখানে সর্বাধিক প্রস্তর শিল্প তৈরির কারিগর বসবাস করেন। বর্তমানে 'Rock Climbing Centre' হিসেবে শুশুনিয়া বিশেষভাবে পরিচিত।

বর্তমান ক্ষেত্র অধ্যয়নের লক্ষ্য কারিগর সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ করা যারা এই অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ধারণ ও গতিশীলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জরিপ থেকে বলা যায় যে, সঠিক উন্নয়ন কৌশল, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতির কারণে কমকার বৈষম্ব বাউরি তাম্বুলি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হচ্ছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং অগ্রগতির হারও খুব ধীর যাতে এটি তার পূর্ণ শক্তি দিয়ে বাজারে

প্রতিযোগিতা করতে পারে না। এই গবেষণা অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং জনসংখ্যাগত কারণ বিবেচনা করা হয়। উত্তরদাতাদের বয়স, সাক্ষরতার অবস্থা, আয়ের স্তর, শ্রেণী এবং বর্ণের অবস্থা, ধর্মীয় গোষ্ঠী, আবাসনের অবস্থা কিছু মৌলিক পরামিতি যা এই গবেষণা অধ্যয়নের জন্য বিবেচনা করা হয়। সমীক্ষার ফলাফলের পরামিতি অনুসারে বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া হল।

সাহিত্য পর্যালোচনা: এই গবেষণার উদ্দেশ্যে বিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশনা, নিবন্ধ, বই ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়। ভারতীয় লেখক ছাড়াও হস্তশিল্প এবং লোক-শিল্প বিষয়ক কিছু আন্তর্জাতিক প্রকাশনাও সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ গবেষণা নিবন্ধ পস্তর শিল্পের নৈপুণ্যের প্রকৃতি এবং গতিশীলতা, নৈপুণ্য তৈরির অনন্য এবং ঐতিহ্যগত কৌশল, ব্যয় এবং মুনাফা অর্জনের মূল্যায়ন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, পস্তর শিল্পে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অবস্থা ইত্যাদির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য।

উপসংহার: শিল্পী হলেন তারাই যারা নিজস্ব দক্ষতায় আসল কে প্রকাশ করে থাকেন।এমনই এক শিল্পের উদাহরণ উপরের পর্বে উল্লেখ্য। প্রস্তর কে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে রূপ দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী সুন্দরতা প্রদান করা এমনই একটি শিল্পের কৌশল। এই কাজেই শুশুনিয়া গ্রামের কমকার,বৈষম্ব, তাম্বুলি পরিবারগুলি নিপুন দক্ষ শুশুনিয়া সমাজ জীবনে শিল্প-কর্ম বা কতদিন আগে শুরু কিংবা কারা শুরু করেছিল তার সরকারি লিখিত তথ্য আজও উদ্ধার সম্ভব হয়নি। ৭০ বছর পূর্বে ব্রিটিশরা শাসন থাকাকালীন এই গ্রামের অবস্থা ছিল চরম অন্ধকার জন্য শিল্প বলতে কিছুই ছিল না।পৰিশেষে বলি শুশুনিয়ার পাহাড়, পাহাড়ের পাথর আর পাথরের শিল্প, সুতরাং এর ভবিষ্যৎ উন্নতমানের পাখবে উন্নতমানের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। শিল্প সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব হবে। গ্রামীণ জীবনে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এই শিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দিন দিন শুশুনিয়ার পাথর শিল্পের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে । জেলা স্তরে রাজ্যস্তরে দুজন শিল্পীদের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে এবং পুরস্কৃত হয়।। ১৯৮৮ সালে নয়ন দত্ত জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত লাভ করেছেন। হয় তো একদিন এখানকার তৈরি শিল্পী যত দ্রব্য বিদেশের বাজারে রপ্তানি করা যাবে। তার জন্য চাই সরকারী, বেসরকারী, পঞ্চায়েত এবং সাধারণ মানুষের পূর্ণ সহযোগিতা।

গ্রন্থপঞ্জিকা:

1) রামানন্দ চট্টপাধ্যায় - শিল্প ও সংস্কৃতি বাঁকুড়া (২০০৩ কোলকাতা পুস্তকমেলা।)
2) সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় - সমাজ ইতিহাসের ধারায় দক্ষিন পশ্চিম বঙ্গ (২০২২, 1লা জুলাই)
3) বাঁকুড়া অর্থনীতিতে লোক শিল্প (প্রথম খন্ড) - অচিন্ত্য জানা। Page no- 25
4) জেলা লোক সংস্কৃতি ও পরিচয় গ্রন্থ বাঁকুড়া (2002) - লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।
5) ডঃ শান্তি সিংহ - বাঁকুড়া পুরুলিয়া শিল্প সংস্কৃতি
6) টেরাকোটা শিল্প ও পাঁচমুড়া গ্রাম কুলাল পত্রিকা
7) https://adhunikitihas.com/shushunia
8) https://www.getbengal.com/details/the-dying-art-of-exquisite-stone-carving-of-susunia-in-bankura
9) https://bankura.gov.in/
10) Roy Naskar, Saswati, A Study among the Stone Carvers of Eastern India in Search for Cultural Continuity (August 24, 2011). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1916142 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1916142
11) Roy, D.(2011) Stone Craft of Susunia, Chitrolekha International Magazine on Art and Design Vol. No.2 August. 2011
12) https://www.springerprofessional.de/en/stone-carving-in-india-and-the-need-for-process-innovation/20073024
13) https://www.academia.edu/4768912/Final_Report_Evaluation_Study_of_Tribal_Folk_Arts_and_Culture_in_West_Bengal_Orissa_Jharkhand_Chhatisgrah_and_Bihar_Submitted_to_SER_Division_Planning_Commission_Govt_of_India_New_Delhi_Submitted_by
14) Biswas, Avick. "REVISITING SUSUNIA: A GEOMORPHOLOGICAL PERSPECTIVE." Proceedings of the Indian History Congress, vol. 75, 2014, pp. 1150–55. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/44158504. Accessed 24 Dec. 2023.
15) "Re-looking at Prehistoric Susunia, West Bengal- A.R. Sankhyan, L.N. Dewangan, Sheuli Chakraborty,Shashi Prabha, Suvendu Kundu & V.R. Rao
16) Guha, Sriparna, et al. "Stone Carving in India and the Need for Process Innovation." Contributions to Management Science, 2022, pp. 149–59. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82303-0_9.